

বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণে আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটরদের সুযোগ দাবি

- A Monitor Desk Report

Date: 02 November, 2021



দিন দিনই উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে বহির্গামী বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা। কিন্তু এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়লেও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি বিধিনিষেধ থাকায় ট্যুর অপারেটরদের নানাবিধ সমস্যা পোহাতে হচ্ছে ফলে তাদের পাশাপাশি সরকারও রাজস্ব আয় বঞ্চিত হচ্ছে।

বৈদেশিক লেনদেন ব্যবস্থা সহ বিদ্যমান সমস্যাগুলি সময়োপযোগী ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হলে অর্থ পাচারের যে আশংকা সরকারের থাকে তা দূরীভূত করা সম্ভব। ভ্রমণখাতে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রম আইনগত পদ্ধতিতে নমনীয় হলে অর্থ পাচারের ঘটনাও রোধ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে বিদেশী এজেন্সিগুলির সাথে যৌথ ভ্রমণ প্যাকেজগুলিকে উৎসাহিত করতে ইনব্যান্ড ট্যুর অপারেটরদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন সহজ করেছে একই ব্যবস্থা নেয়া হলে আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটররাও কোন বামেলা ছাড়াই তাদের বিদেশী অংশীদারদের কাছে বিক্রয় আয় পাঠাতে পারে।

ট্যুর গ্ল্যানারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তোয়াব-এর প্রাক্তন সভাপতি ফরিদ-উল হক বলেন, "ইনব্যান্ড ট্যুর অপারেটররা সুযোগ পেলে তাহলে কেন আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটররা তা করতে পারে না?" দেশ থেকে আউটব্যান্ড ট্রিপ ইনব্যান্ডের চেয়ে অনেক বেশি হয়। তবুও, ইনব্যান্ড ট্যুর অপারেটররা সুবিধা ভোগ করছেন যা আউটব্যান্ড করতে পারছেন না, অভিযোগ করেন তিনি।

এমনকি, বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার (ওপিজিএসপিএস) এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলিকে ওপিজিএসপিগুলির মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণের অনুমোদন দিয়েছে। যদিও বহির্গামী ট্যুর অপারেটরদের জন্য অনলাইনে বহির্মুখী রেমিট্যান্স পাঠানোর কোনো উপায় নেই। অধিকন্তু, হজ এবং ওমরাহ ট্যুর অপারেটরদের বিদেশে অর্থ প্রেরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে বহির্গামী ট্যুর অপারেটরদের নয়। হাব সভাপতি এম শাহদাত হোসেন তসলিম বলেন, তারা IBAN অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক'র (বিবি) অধীনে হজ ও ওমরাহর উদ্দেশ্যে বিদেশে অর্থ পাঠানোর অনুমতি পেয়েছেন। হজের ক্ষেত্রে, বিবি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন এবং ওমরাহর জন্যও বরাদ্দকৃত পরিমাণ হজ প্যাকেজের মূল্যের সমতুল্য।

হজ ও ওমরাহ পালনকারী যে কেউ কোন ঘোষণা ছাড়াই ১০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বহন করতে পারে বলে জানান তিনি।

এমনকি সমস্ত অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাঙ্কগুলিকে এখন প্রথাগত ব্যাঙ্কিং চ্যানেল বা কার্ড চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশে প্রকৃত বর্তমান খরচ মেটানোর জন্য ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সদস্য সংস্থাকে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা এর সমতুল্য রেমিট করার অনুমতিও দিয়েছে।

ই-ক্যাবের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম শোভন বলেন, “শুধুমাত্র আমাদের সদস্যরা এই সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

তোয়াব’র সাবেক সভাপতি ফরিদ-উল হক বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটরদের অবিলম্বে বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি দেওয়া এবং তাদের নিজ নিজ অংশীদারদের বিদেশে অর্থ প্রেরণের স্বাধীনতা প্রদান করা।

“আমরা যখন বিদেশে ভ্রমণকারীদের জন্য একটি হোটেল বুক করি, তখন আমাদের প্রথমে অর্থ প্রদান করতে হয়। আমাদের গন্তব্য দেশে ট্যুর অপারেটরদেরও অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে হবে। কিভাবে আমরা তা করব? যদি সরকার আমাদের বিক্রয়ের অর্থ বিদেশে পাঠানোর অনুমতি না দেয়। আইনগতভাবে সুবিধা না হলে লোকেরা অবৈধ উপায়ে যেমন মানি লন্ডারিং বা হস্তি কারবারীদের কাছে যাবে।

স্বচ্ছ ও আইনি লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য, ট্যুর অপারেটররা বাংলাদেশ ব্যাংকে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি যেমন ভ্রমণকারীদের পাসপোর্ট, ভ্রমণ ব্যয়, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, কোটেশন ইত্যাদি জমা দিয়ে এ সুযোগ নিতে পারে উল্লেখ করে জনাব হক বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক সহজেই তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যেমনটি ই-ক্যাব বা হাব অনুমতিপ্রাপ্ত।

বাংলাদেশ আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইকবাল মাহমুদ এ প্রসঙ্গে বলেন, বিদেশগামী ট্যুর অপারেটরদের অর্থ বিদেশে পাঠানোর বৈধ উপায় না থাকায় অবৈধ পন্থার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। এটি অনিরাপদ হওয়ায় একদিকে যেমন দায় নেই কারো অন্যদিকে খরচও বেশি হয়।

“সরকারকে এই বৈদেশিক রেমিট্যান্স সমস্যা সমাধানে আমাদের সহায়তা করতে হবে। বিদেশী রেমিট্যান্সের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা যে কোনো আইন বা সরকার আরোপিত যেকোনো সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তবুও সাহায্য করুক,” বলেন মাহমুদ।

ডিসকভারি ট্যুরস অ্যান্ড লজিস্টিকসের সিইও জহিরুল রোমান বলেন, “বিদেশে বিক্রিত টাকা পাঠাতে না পারায় আমরা ব্যবসায় লোকসান করছি। আমরা ট্যুর প্যাকেজের জন্য বিদেশী সংস্থার সাথে আলোচনা করতে পারি না। এভাবে আমরা গ্রাহক হারাচ্ছি”।

২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে পর্যটন ব্যয় ছিল ১,৩৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের পর্যটন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে ওঠানামা করেছে, তবে ২০০০-২০১৯ সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল যা ২০১৯ সালে ১,৩৮৮ মিলিয়নে থামে।

এত ব্যাপক সম্ভাবনার পরও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লক্ষ লক্ষ টাকার কর উপার্জনের সুযোগ হারাচ্ছে, বলেন রোমান।

হাব সভাপতি এম শাহদাত হোসেন তসলিম বলেন, বহিরাগত ট্যুর অপারেটরদের এ বিষয়ে হজ ও ওমরাহ এজেন্সির মতো সুবিধা দিতে হবে। গুপ ট্যুরের জন্য, আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভ্রমণকারীরা ডিসকাউন্ট উপভোগ করতে পারে যদি তারা একটি আউটব্যান্ড ট্যুর অপারেটর দ্বারা একটি ভ্রমণের ব্যবস্থা করে।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সরকারের উচিত বহির্গামী ট্যুর অপারেটরদের বিদেশী রেমিট্যান্স সুবিধা প্রদান করা যাতে তারা এই ব্যাপক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধে সহায়তার পাশাপাশি রাজস্ব উপার্জনে সরকারকে সাহায্য করতে পারে।